

নারায়ণগঞ্জ তল্লা মসজিদের ট্রাজেডি:

বাসমাহ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তা ও উপহার সামগ্রী প্রদান।

নারায়ণগঞ্জ তল্লা মসজিদের ট্রাজেডিতে আহত এবং নিহত পরিবারদের মাঝে বাসমাহ ফাউন্ডেশন নগত অর্থ এবং বিশেষ উপহার সামগ্রী হস্তান্তর করে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মীর আকাস রহঃ এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব হাফেজ মাওলানা মীর মোবারক হোসাইন সাহেবের বড় সাহেবজাদা জনাব হাফেজ মীর শাহাদাত হোসাইন সাহেব। বাসমাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে আকস্মিক বিভিন্ন দুর্ঘটনে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। টাঙ্গাইল এবং খুলনায় আফান বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে বাসমাহ ফাউন্ডেশন স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে চলেছে। বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা জনাব মীর হোসাইন স্যার বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানবিক অধিকার বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা দুহতারামকে দীর্ঘ স্থায়ী করুক।



মরহম রহমাতুল্লাহ সাহেবের পরিবারের পাশে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন জনাব মরহম রহমাতুল্লাহ সাহেব। পরিবারে ভরণ পোষণের কেউ নেই। এগিয়ে এসেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সাথে দীর্ঘদিন তিনি কাজ করেছেন। কখনো ভগ্নাঙ্গিয়ার হিসেবে কখনো বা একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে।

দীর্ঘ পাঁচ মাস যাবত বাসমাহ ফাউন্ডেশন সহযোগিতা করে যাচ্ছে এই সমুখ যোদ্ধার পরিবারকে। নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি প্রদানের মধ্য দিয়ে পরিবারটিকে আগলে রেখেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। এভাবে সহযোগিতার হাত বেনো নয়াময় জারি রাখেন।



মরহম রহমাতুল্লাহ সাহেব এর পরিবারে দীর্ঘ সময় কর্ম করে আসছেন।
-ছবি



দেশব্যাপী ১৫হাজারাধিক পরিবারে শীতবস্ত্র বিতরণ করবে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

অসহায়, হতদরিদ্র ও শীতাত্ত মানুষের মাঝে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে প্রতিবছরই শীতবস্ত্র বিতরণ করে আসছে বাসমাহ। স্বাভাবিকী ও স্বচ্ছল মানুষদের মতো হয়তো অতি গরীবরা শীতে উষ্ণতা পেতে চাইলেও তা পায় না। তাদেরকে দুঃখ- কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। সেসব মানুষদের কথা ভেবেই প্রতিবছর টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, শহর থেকে গ্রাম, বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে কমল ও ছুড়ি বিতরণ করে থাকে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৫হাজারাধিক পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিয়েছে বাসমাহ। ইতিমধ্যে ঢাকার মোহাম্মদপুরে আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ও সোনারগাঁয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল, নদী বেষ্টিত সায়দাবাদ চরে বাসমাহ লার্ণিং সেন্টারে শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও গত ৩০ নভেম্বর বাসমাহ মেডিকেল সেন্টার-এ শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সামনে শীতের বিতরণের জন্য আগাম সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার লক্ষে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন পয়েন্টে শীতবস্ত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল স্থানে বাসমাহ ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে তা বিতরণ করা হবে। আমরা আশাবাদী এই সামান্য শীতবস্ত্র মানবেতর জীবন যাপন করা শীতাত্ত মানুষের কষ্ট দূর হবে।

সায়দাবাদ চরে খাদ্য সংকটে থাকা বিপুল সংখ্যক অসহায় মানুষদেরকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান।



সায়দাবাদ চরের অসহায় পরিবারের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বাসমাহ, সায়দাবাদ এলাকাটির চারদিকেই নদী। চরটিতে সামর্থহীন বহু মানুষ এখানে কোনো মতো দু'মুঠো খাবার খেয়েই জীবন যাপন করেন। বর্তমান করোনাকালীন এই সংকটে এখানকার হতদরিদ্র মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করে গরিব, অসহায় ও হতদরিদ্র এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গিয়েছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। আলহামদুলিলাহ ৫০০শতাধিক পরিবারে চাল-ডাল ও সুরক্ষা সামগ্রী সাবান প্রদান করা হয়েছে। সোনারগাঁয়ে ইতোপূর্বে প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে কয়েক হাজার পরিবারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। মানবেতর জীবন-যাপন করা এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



সোনারগাঁয়ের কাবিলগঞ্জে ৩শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী প্রদান।

করোনার প্রাদুর্ভাব জীবন থমকে নিত্যদিনের খাবারের যোগান সেখানে গেছে ঠিক তখন বাসমাহ এগিয়ে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় এসেছে অসহায় পরিবারের পাশে তাদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গিয়েছে দাঁড়াতে, করোনার শুরু থেকে সারা বাসমাহ ফাউন্ডেশন। কাবিলগঞ্জে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৩শতাধিক পরিবারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দরিদ্র, অসহায় এবং অস্বচ্ছল পরিবা- খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে ঘরে ঘরে রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ গিয়ে লিস্ট করে তা তাদের হাতে করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। পৌঁছে দেয় বাসমাহ স্বেচ্ছাসেবী টিম।



রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন

সেবার ব্রত নিয়ে ছিন্নমূল ও অসহায় করোনার এই প্রাদুর্ভাবেও যারা মানুষদের বিনামূল্যে সেবা দিয়ে যাচ্ছে বাসমাহ মেডিকেল টিম। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি সচেতনতার জন্য নিয়মিত কাউন্সিলিং করছে বাসমাহ মেডিকেল টিম, আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের দাতাদের প্রতি এবং

করোনার এই প্রাদুর্ভাবেও যারা ভয়কে জয় করে চিকিৎসা সেবায় সাহসের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, সেই সব চিকিৎসক যোদ্ধাদের কাতারে शामिल হতে পেরে বাসমাহ মেডিকেল টিম গর্বিত ও আনন্দিত! এভাবেই চিকিৎসা সেবায় অবদান রেখে চলেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কম্বল এবং ছুডি বিতরণ প্রোগ্রাম ..

পুরো শীতকালীন সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলবে বাসমাহর কম্বল এবং ছুডি বিতরণ প্রোগ্রাম...সোনারগাঁয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল, নদী বেষ্টিত সায়াদাবাদ চরে বাসমাহ লার্নিং সেন্টারে গত ২৪ নভেম্বর শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। আলহামদুলিলাহ... আমরা দেশ ব্যাপী শীতাত্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। বাসমাহ লার্নিং সেন্টারের শিশুদের মাঝে ছুডি বিতরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাসমাহর শীতবস্ত্র বিতরণ প্রোগ্রাম। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের দাতা বাসমাহ ইউএসএ-এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব মীর হোস-ইন স্যার এবং বাসমাহ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সকল স্যারদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বাসমাহ ফাউন্ডেশন কে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।



ঢাকা শহরের বিভিন্নস্থানে প্রস্তুতকৃত খাবার বিতরণ করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন



নবী কারীম (সা) বলেছেন, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাসমাহ ফাউন্ডেশন ঢাকার এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী দরিদ্র এলাকার ছিন্নমূল মানুষদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করে যাচ্ছে।

ছিন্নমূল মানুষ যারা খাসি কিংবা গরুর গোস্ট দিয়ে খাবার খেতে পারে না, তাদের থালায় নিয়মিত প্রস্তুতকৃত খাবার পৌঁছে দিচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। নভেম্বর মাসে ঢাকার মোহাম্মদপুর, ভাটারা, কামরাঙ্গীরচর, গুলিস্তান, চানখারপুল সহ বিভিন্ন স্থানে অসহায়, নিরন্ন মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেয় বাসমাহ ফাউন্ডেশন। এভাবেই অসহায় মানুষের পাশে থেকে ধারাবাহিকভাবে খাবার বিতরণ করে যাবে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



খুলনায় বাসমাহ ফাউন্ডেশনের গৃহ-নির্মাণ প্রকল্প



আলহামদুলিলাহ, ঘূর্ণিঝড় আফ্রান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পুনর্নির্মাণে সহায়তা করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। বিশাল ঘূর্ণিঝড়টি কয়েক মাস আগে বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ধ্বংস করেছিল। অনেক দরিদ্র মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে বাঁধে অস্থায়ী আশ্রয় নিয়েছিল। বাসমাহ ফাউন্ডেশন সেই অঞ্চলে তাদের জন্য ঘরগুলি পুনর্গঠন করায় তারা এখন তাদের বাড়িতে ফিরে আসছেন। আফ্রানে এসব অসহায় মানুষের পাশে ইতোপূর্বে ত্রাণ সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো বাসমাহ। এছাড়া নিরাপদ পানি সরবরাহ গভীর নলকূপ স্থাপন করে চলেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



ছিন্নমূল নারীর হাতে তৈরী হচ্ছে পাঞ্জাবী, জামা সহ অসংখ্য পোশাক সামগ্রী

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। কক্সবাজারের টেকনাফে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বাসমাহ সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এই শিক্ষার্থীরা অল্প সময়ে পোশাক সামগ্রী তৈরি করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে।



যোগাযোগ

Phone: +8801709-258625
basmahfoundation@gmail.com

fb.com/basmahfoundation
http://www.basmah-bd.org

সাদিপুর, বড়নগর, সোনারগাঁ,
নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

